কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 3 0 OCT 2013 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

স্কুল ব্যাংকিংয়ের নীতিমালা ঘোষণা

১৮ পেরোলেই রূপান্তরিত হবে সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবে

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারীর বয়স ১৮ পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিসাবটি সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবে রূপান্তরিত হবে। তবে এ জন্য হিসাবধারীকে এ বিষয়ে ব্যাংককে সম্মতি জানাতে হবে। সম্প্রতি এ ধরনের আরো বেশ কিছু নির্দেশনা দিয়ে স্কুল ব্যাংকিংয়ের জন্য একটি নীতিমালা প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। গত ২৮ অক্টোবর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গ্রিন ব্যাংকিং অ্যান্ড সিএসআর বিভাগ থেকে এ-সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করে সব ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীদের কাছে পাঠানো হয়েছে।

সঞ্চয়ের মাধ্যমে বিদ্যালয়গামী ছাত্রছাত্রীদের ব্যাংকিং তথা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করতে ২০১০ সালে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম চালু করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর মধ্যে প্রায় দুই লাখ ২৫ হাজার শিক্ষার্থী স্কুল ব্যাংকিংয়ের আওতায় হিসাব খুলেছে। এসব হিসাবের বিপরীতে জমাকৃত অর্থের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১২৮ কোটি ৪৭ লাখ টাকা। এ তথ্য গত জুন মাস পর্যন্ত সময়ের। এখন পর্যন্ত দেশের ৪৬টি ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

স্কুল ব্যাংকিংয়ের আওতায় খোলা হিসাব সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও নতুন করে হিসাব খোলার বিষয়ে জারি করা এ নীতিমালায় বলা হয়েছে, ছয় থেকে আঠার বছরের কম বয়স্ক শিক্ষার্থীরা স্কুল ব্যাংকিংয়ের আওতায় হিসাব খুলতে পারবে। ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে মা-বাবা অথবা আইনগত অভিভাবকের মাধ্যমে হিসাবটি পরিচালনা করতে হবে। এ ধরনের হিসাবের জন্য ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক উভয়কেই ব্যক্তিগত তথ্য ফরম পূরণ করতে হবে এবং উভয় ফরমে বৈধ অভিভাবকের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

স্কুল ব্যাংকিংয়ের আওতায় খোলা হিসাবের প্রকৃতি সম্পর্কে নীতিমালায় বলা হয়েছে, এ ধরনের হিসাব সঞ্চয়ী হিসাব আকারে খোলা যাবে। তবে প্রয়োজনে এ হিসাব হতে স্থানান্তরের মাধ্যমে যেকোনো সঞ্চয়ী স্কিম খোলা যাবে।

নীতিমালায় আরো বলা হয়েছে, এ ধরনের হিসাবের বিপরীতে এটিএম কার্ড (শুধু ডেবিট কার্ড) ইস্যু করা যাবে। এটিএম কার্ডের মাধ্যমে এবং পয়েন্ট অফ সেল বা পস্-এ মাসিক উত্তোলন সীমা হবে সর্বোচ্চ দুই হাজার টাকা। তবে অভিভাবকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এ সীমা সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকা করা যেতে পারে।

ন্যূনতম ১০০ টাকা জমা রেখে এ হিসাব খোলা যাবে। এ ধরনের হিসাব থেকে সরকারি ফি ছাড়া অন্য কোনো প্রকার সার্ভিস চার্জ বা ফি কর্তন করা যাবে না। স্কুল ব্যাংকিং হিসাবে এটিএম কার্ড ইস্যু করা হলে এটিএম কার্ড ইস্যু ও নবায়ন ফির ক্ষেত্রেও একই দৃষ্টিকোণ থেকে তা বিবেচিত হবে। স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্কুলের মাসিক বেতন ফি জমা দিতে পারবে। ছাত্রছাত্রীদের সব ধরনের বৃত্তি বা উপবৃত্তির টাকা তাদের স্কুল ব্যাংকিং হিসাবে জমা করা যাবে। এ ক্ষেত্রে, বৃত্তি বা উপবৃত্তি প্রদানকারী সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সঙ্গে সমঝোতাচুক্তি করতে হবে।